যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠার দুই বছর

জাহিদ হাসান

বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও অধ্যাদেশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনক্রমে ২২ জুন ২০০৬ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আধুনিক শিক্ষার ধারাবাহিক সাফল্যের মাধ্যমে নোয়াখালীবাসীর সহযোগিতায় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নোয়াখালীর সোনাপুর এলাকায় এক'শ একর জায়গা নিয়ে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার মান ও সেশনজটমুক্ত নিয়ন্ত্রণে শতভাগ সাফল্যই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়া রাজনীতিমুক্ত, ধূমপান ও সেশনজটমুক্ত ক্যাম্পাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার একঘেয়েমি কাটাতে শিক্ষা সফর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর ও বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রিয় শিক্ষকদের সঙ্গে। তরুণ ও মেধাবী শিক্ষকদের একটি অংশ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষাতিরিক্ত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রমে নানা রকম সাহায্যে-সহযোগিতা করেন। শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বছরজুড়ে খেলাধুলা, ডিবেটিং, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা রকম সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। এর জন্য রয়েছে ডিবেটিং ক্লাব, স্পোর্টস বিভাগ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, মুভি ক্লাব, ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কিং ক্লাব, পাঠচক্র ও যুগান্তর স্বজন সমাবেশসহ নানা অঙ্গসংগঠন। অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম। যার মধ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি উল্লেখ্য।

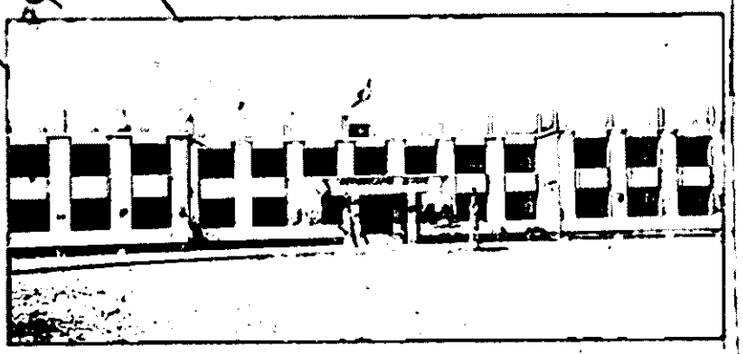

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রয়েছে চার হাজার দেশী-বিদেশী বই, জার্নাল-ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকাসমৃদ্ধ স্বতন্ত্র লাইব্রেরি। ছাত্রছাত্রীদের অধিক সুবিধার জন্য রয়েছে প্রতি বিভাগে প্রয়োজনীয় বইসমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট সংযুক্ত দুটি কম্পিউটার ল্যাব, ফার্মেসি ল্যাব, এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি ল্যাব, ফিশারিজ ল্যাব ও বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কথা বলে জানা গেছে শিগগিরই আধুনিক প্রযুক্তির অনলাইন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি করা হবে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার মান ও সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে একথা সত্যি। শিক্ষার্থীরা আধুনিক ল্যাব সুবিধা পাচ্ছে। তবুও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে অপ্রাপ্তি, শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম সংকট, উন্নত ইন্টারনেট সুবিধা নেই, নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন তোরণ বা গেট, পরিবহনের জন্য নেই সুনির্দিষ্ট বাস সার্ভিস, প্রশাসনে অনিয়ম, অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ, গবেষণা ইন্সটিটিউট নেই, ডাইনিংয়ে সুনির্দিষ্ট খাবার ব্যবস্থা নেই, একাডেমিক ভবনে কেন্টিন কেন, ব্যবহারিক লাইব্রেরিতে নেই পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, সেমিনার লাইব্রেরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অনুষ্ঠানের জন্য নেই নির্দিষ্ট হলরুম বা মিলনায়তন ইত্যাদি হাজারও অপ্রাপ্তির কথা জানালেন ছাত্রছাত্রীরা। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অতি দ্রুত শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন।